ড. প্রশান্ত কুমার রায়

ভারপ্রাপ্ত সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

আধাসরকারি পত্র নং..৪৭.০২৯৫.০০০০.০০.০০৩.২০১৬.৩২

তারিখ: ২০-০৪-১৬ খ্রি.

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

বর্তমান সরকার অতিশয় জনকল্যাণমুখী। সে দৃষ্টিকোণ থেকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভগের কাজের ধরণ ও মাত্রা উভয়ই আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ৪ কোটি দরিদ্র মানুষের কাছে দারিদ্র্যমুক্তির সেবা পৌছানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। মাঠে অর্থ ও জনবল উভয়ই আছে, আছে প্রকল্প পরিচালক, দপ্তর ও বিভাগীয় প্রধানগণ। দরিদ্র মানুষের নিকট নির্দিষ্ট সময়ে এ সেবা পৌছানোর জন্য নিবিড় তদারকিই একমাত্র পথ। ৩০ জুন সমাগত, অর্থবছরের বাজেট ও লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। এ লক্ষ্য অর্জনের মধ্যদিয়ে সরকারের বাজেট ও উন্নয়ন শতভাগ অর্জনই আমাদের মূল দায়িত্ব। আমি হাসপাতালের সিসিউ থেকে ইতোমধ্যে কয়েকটি এস এম এস পাঠিয়েছি। সে বিষয়গুলোসহ আপনাদের টীমের একজন সদস্য হিসেবে সকলের কাছে কিছু পথনির্দেশ ও প্রস্তাবনা সদয় বিবেচনার জন্য প্রেরণ করছি।

২. এলোকেশন অব বিজনেস্ ও রুলস অব বিজনেস্ অনুসারে সমাজের, বিশেষ করে গ্রামের পশ্চাৎপদ মানুষের আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাঁদের দারিদ্র্যমোচন ও গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে নিশ্চিত করার মহান দায়িত্ব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উপর ন্যস্ত। সরকারের রাজস্ব অর্থায়নে সুনির্দিষ্ট সেবা প্রদানের সাথে সাথে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে মানুষের চাহিদাভিত্তিক জীবন গড়ার জন্য এ বিভাগ নতুন নতুন উদ্যোগকে সামনে নিয়ে প্রকল্পভিত্তিক সময়াবদ্ধ কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। আজ যেটা গুরুত্বপূর্ণ কাল সেটা তেমন নাও হতে পারে। কাজেই আজকের কাজ আজই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিভাগে অনুরূপ জনকল্যাণে গৃহিত চলমান প্রকল্পের সংখ্যা ২৬ টি যার বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১০০০ কোটি টাকা।

৩. যেহেতু অত্র বিভাগের কার্যক্রম মূলত প্রকল্পভিত্তিক এবং সুনির্দিষ্ট ও সময়াবদ্ধ তাই প্রকল্প বাস্তবায়নই হচ্ছে আমাদের মূল কাজ। এ কারণে বছরব্যাপী স্বাভাবিক সময়ে প্রকল্প পরিচালকদের মাসে ১০ দিন বাধ্যতামূলক মাঠ পরিদর্শনের নির্দেশনা রয়েছে। প্রত্যেক প্রকল্প পরিচালক প্রতি মাসের পরিদর্শনসূচি আগের মাসে দপ্তর প্রধানের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন এবং যথারীতি মাঠ পরিদর্শন করবেন। প্রকল্প পরিচালক নিজে মাঠের কাজ মনিটর করবেন, কোন সমস্য থাকলে সমাধানের চেষ্টা করবেন। তিনি যদি ব্যর্থ হন তাহলে দপ্তর প্রধানগণ সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন। একইসাথে দপ্তর প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের মাঠভ্রমণ অনুসরণ করবেন যাতে কেউ কাউকে ফাঁকি দিতে না পারে।

৪. অর্থবছর শেষ হতে মাত্র ২ মাস ১০ দিন বাকী। এসময়টা প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ সার্বক্ষণিক মাঠ পরিদর্শনে থাকবেন: সপ্তাহে ন্যূনতম ৫ দিন মাঠ ভ্রমণ এবং ২ দিন অফিস করবেন। বিষয়টি দপ্তর প্রধানগণ নিবিড় তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন। প্রয়োজনে তাঁরা প্রকল্প পরিচালকদের ট্যুর ফলো আপ করবেন। কোন প্রকল্পের অর্থছাড় বা অন্যকোন সমস্যা থাকলে দপ্তর প্রধানগণ দয়া করে সচিব/অতিরিক্তি সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। প্রয়োজনে মাননীয় মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সহায়তা নিবেন। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সামগ্রিক বিষয়টি সমন্বয় করবেন।

৫. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কিছু কিছু অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। কোনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন-প্রসূত - মাইক্রোক্রেডিট নয় মাইক্রো সেভিংস, কোনটি আবার জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন- এ দেশের ভুখানাঙ্গা মানুষ যেন দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায়। এসকল উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)। আমরা আজও পারিনি সে লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় অর্জন করতে। আমাদের দুবর্লতা আছে। আমরা কাগজে কলমে শতভাগ সফলতা দেখাই। প্রতি বছর আমরা সরকারি বরাদ্দের শতভাগ ব্যয় অর্জন করি। আমার প্রশ্ন বাস্তবে কাজ কতটা করি? গত ৪৫ বছরে বাস্তবে সরকারি লক্ষ্য ও পরিকল্পনানুযায়ী শতভাগ কাজ হলে আজ হয়তো দরিদ্র লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। এনজিওগুলো বেপরোয়া সুদের ব্যবসা করতে সুযোগ পেত না। আমরা এ দেশের সন্তান, গরীব লোকগুলো আমাদের ভাই। আসুন আমরা ওদের কাছে যাই, প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরি, সমস্যা দূর করে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেই।

ওদেরকে পুরুষানুক্রমের গবেষণাগারের গিনিপিগ থেকে মুক্তি দেই। সবচেয়ে বড় কথা আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অকৃত্রিম ইচ্ছা ও উদার হাতে দারিদ্র্যমুক্তির তহবিল প্রদানকে একদিকে সুবর্ণ সুযোগ অন্যদিকে এ জাতির জন্য আর্শীবাদ হিসেবে গ্রহণ করে ব্রতী হই একটি দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে।

৬. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসীম করুণা ও আশীর্বাদ রয়েছে। এ বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম উদ্যোগ পৃথিবীর লাগসই ও স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল "শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ-১: একটি বাড়ি একটি খামার" বাস্তবায়ন করে চলেছে যার মূল দর্শন- ক্ষুদ্র ঋণ নয় ক্ষুদ্র সঞ্চয়। দাঁদন ব্যবসা নয় অনুদান দিয়ে গরীবের স্থায়ী আমানত গড়ে দাও। ঘুচাও ধনী-গরীবের ব্যবধান। ঘরে ঘরে পারিবারিক কৃষি/আবাদ কর, প্রতিটা বাড়িকে একটি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোল। পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় নিয়ে আস। ওদের একটু সহায়তা দাও ওরা নিজেরাই দাঁড়াতে পারবে। দেশ হবে স্বাবলম্বী, জাতি হবে উন্নত ও সমৃদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ মন্ত্র ও দর্শন বাস্তবায়নে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। ইতোমধ্যে আমারা ২২ লক্ষ পরিবারকে অনুদান দিয়ে ৫ বছরে প্রায় ২৯০০ কোটি টাকার তহবিল গড়ে দিয়েছি। এ অর্থ তাঁদের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্টে রক্ষিত। অর্থাৎ গড়ে ওঠা এ টাকার মালিক পুরুষাণুক্রমে গরীব এই জনগোষ্ঠী। এনজিও বা ব্যাংকের মত সুদসহ ফেরৎ নেয়া হবে না। তাঁরা এ অর্থ নিজেরা স্বাধীনভাবে উঠান বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে আয়বর্ধক পারিবারিক খামারে বিনিয়োগ করছে। কেউ করছে হাঁস-মুরগি খামার, কেউবা গবাদি পশু পালন, কেউবা সবজি বাগান। যাঁদের জমি নেই তাঁরা করে মুদি দোকান, দর্জি দোকান ইতাদি। এক কথায় তাঁদের জীবিকায়ণ নিশ্চিত হচ্ছে। মূল্যায়নে দেখা গেছে তাঁদের ব্যক্তি আয়ও বেড়েছে বছরে ১০,৯২১ টাকা।

৭. বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে বর্তমানে সর্বোচ্চ ৪ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে অর্থাৎ ৮০ লক্ষ পরিবার। দারিদ্র্যসীমার অব্যবহিত উপরে বাস করে ৩ কোটি লোক অর্থাৎ আরও ৬০ লক্ষ পরিবার যাঁরা প্রান্তিক ও দারিদ্র্যঝুঁকির মধ্যে বাস করে। আমরা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এই দুই শ্রেণির ৭ কোটি মানুষ অর্থাৎ ১ কোটি ৪০ লাখ পরিবারের দারিদ্র্যমুক্তির দায়িত্ব নিতে পারি। "শেখ হাসিনা মডেল"-এর আওতায় গত ৫ বছরে ২২ লাখ পরিবারকে নেয়া হয়েছে। আগামী তিনবছরে দারিদ্র্যসীমার নীচের বাকি ৫০-৬০ লাখ পরিবারকে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পভুক্ত করে দারিদ্র্যমুক্ত করার প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে মহাপরিচালক বিআরডিবি এর নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে সমন্বিত দারিদ্র বিমোচনের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য। উক্ত রূপরেখার উপর ভিত্তি করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি হাতে নেয়া হবে। ঘোষণা করা হবে দারিদ্র্যশূন্য দশক (কপি সংযুক্ত)। সকল ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে একটি ছাতার নীচে এনে বর্তমান পুঁজির সাথে নতুন পুঁজি বিনিয়োগ করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রায় ২০ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারিকে দারিদ্র্য বিমোচনের আদর্শিক চেতনা-সমৃদ্ধ করে কাজে লাগিয়ে এ দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা হবে। এ বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক সহায়তা চাইব শ্রদ্ধেয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব ও জন প্রশাসন সচিব মহোদয়ের কাছে। মহোদয়দের নিয়ে দু'বছর পূর্বে এমন একটি সেমিনার করেছিলাম, সিদ্ধান্তও হয়েছিল কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি।

৮. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দ্বিতীয় একটি সুযোগ হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীর উন্নয়ন। শুনতে এবং আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে এটা খুবই সম্ভব কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন, এটি খুবই দুরূহ একটি কাজ। পূর্বে অনেকটা সম্ভব হলেও আজ বেশ অসম্ভব। একই মায়ের সন্তান একত্রে থেকে এখন আর গোষ্ঠী জীবনকে মেনে চলে না , আজ ৫ জন কোন কারণে সমবায় সমিতি করে কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। উদ্দেশ্য শেষ হলে বা নগদ প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে বা নিজেদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি ও আর্থিক সংঘাতের কারণে প্রায় ৬০ ভাগ সমিতি বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি চাপে আজ মৎস্যচাষি সমিতি, কাল কৃষক সমিতি, পরদিন বিত্তহীন মহিলা সমিতি ইত্যাদি তৈরি করা হয় যা সরকারি সহায়তা ফুরালে বন্ধ হয়ে যায়। সবচেয়ে ক্ষতিকর সমবায়ের কর্মকর্তা কর্মচারিদের মানসিকতা- তাঁরা মনে করেন আমরা নিবন্ধক, ত্রুটি ধরাই আমাদের কাজ। রেগুলেটরি ভূমিকা দিয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতি টিকবে না। সমবায় কর্তৃপক্ষকে হতে হবে উন্নয়ন পার্টনার, ভুমিকা হবে উন্নয়নমুখী। এজন্য কর্মকর্তাদের মনোভাব পরিবর্তনের সাথে সাথে আইনেরও উৎকর্ষ সাধন করা প্রয়োজন। সমবায়ের মহাপরিচালক ও নিবন্ধক মহোদয়কে এ বিষয়ে বাস্তবানুগ একটি কল্যাণমুখী সমবায় বান্ধব সুপারিশমালা তৈরীর জন্য অনুরোধ করেছি। এ বিষয়েও সরকারের সিনিয়ির সচিব মহোদয়দের আন্তরিক সহায়তা প্রয়োজন হবে।

৯. সরকারের শুদ্ধাচারকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার পূর্বশর্ত বলে আমি মনে করি। আমরা কমবেশি সকলেই জানি উন্নয়নের জন্য সরকারি বাজেটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ প্রকৃত কাজে ব্যবহৃত হয় না, দুর্বৃত্তায়নের কবলে পড়ে অপচয়ে পর্যবসিত হয়। কিছু কিছু আর্থিক সুবিধা কোন কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারিরা (দু'একজন ব্যতীত) একটা সুযোগ হিসেবে প্রকল্প পরিচালকদের কাছ থেকে বা ইনকাম্বেন্টদের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। এটা বন্ধ করতে হবে। আপনারা দপ্তর প্রধানগণ একটু সাহসী হলে, একটু আগ্রহী হলে এবং ভাল কাজের প্রতি একধরণের ভালবাসা বা লেগে থাকা এক কথায় একটু দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলে এটা বন্ধ করা সম্ভব। মন্ত্রণালয়ে অনুরূপ যে বাসা আছে তা আমি ভেঙ্গে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালকদের মন্ত্রণালয়ে ভীড় জমানো বন্ধ করেছি। প্রকল্পের কোন কাজ মন্ত্রণালয়ে যাতে পড়ে না থাকে তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রতিটা শাখার পেন্ডিং নিয়ে সাপ্তাহিক সভা করি। দপ্তর প্রধানদের ডেকে সাপ্তাহিকভাবে পেন্ডিং বিষয়গুলো জেনে নেই। সর্বোপরি সাম্প্রতিক ফর্টিস এস্কট হাসপাতালের স্টাফদের আন্তরিকতা ও আদর্শ দেখে মনে হয়েছে প্রয়োজনে প্রতিদিন সচিব ও আতিরিক্ত সচিব শাখায় গিয়ে স্টাফ অফিসারদের সাথে কথা বলে ওখানেই সম্ভাব্য ফাইল নিষ্পত্তি করে ফেলতে পারেন। আরও একটি কাজ করা যেতে পারে- কোন বিষয় নিষ্পত্তিতে মন্ত্রণালয়ে সচিবালয় নির্দেশমালার ১৭৭ আনুচ্ছেদের সময় সীমার অতিরিক্ত যদি ৩ কর্মদিবসের অধিক সময় লাগে তাহলে বিষয়টি নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট সচিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেতে পারে। এক সপ্তাহ বা তার অধিক বিলম্ব হলে বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যসচিব মহোদয়ের মাধ্যমে অবহিত করা যাবে। অর্থাৎ কোন ভাবেই কোন অনিষ্পন্ন বিষয় রাখা যাবে না। দু'টি বিষয়ে কোন ছাড় দেবার সুযোগ নেই; ১. সময়মত কাজ ২. দুর্নীতির মূলোৎপাটন। একটি কথা বলা প্রয়োজন, চাকুরিতে যোগদানের পর আমার একটি প্রশ্ন প্রায়ই মনে হত, চাকুরীজীবিদের বেতন বৃদ্ধি করে ঠিকমত খাওয়া পরার ব্যবস্থা কেন করা হয় না। সাধারণত: এমএলএসএস ও অফিস সহকারিদের কথা ভাবতাম। কর্মজীবনে বেশকিছু পে-কমিশন ও পে-স্কেল দেখলাম। আমার প্রশ্নটার পূর্বে না হলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রদত্ত ২০১৫ সালের পে-স্কেলে সে প্রাপ্তিটাকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভাবাই যায়না দ্বিগুণেরও বেশী বেতন। এবার আমাদের বিবেক নিশ্চই বাধ্য করবে যে কাজটা না করলে অন্যায় হবে, আর্থিক বা অন্যকোন সুবিধা গ্রহণ করলে পাপ হবে। এতকিছু প্রদানের পরও যদি কর্মকর্তা কর্মচারিরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না বলে প্রতীয়মান হয় তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক বলে আমি মনে করি। দপ্তর প্রধানগণের বলিষ্ঠ ও গতিশীল নের্তৃত্বে আমরা এ সংকট উত্তরণে সক্ষম হব বলে আমার বিশ্বাস। এ বিষয়ে সম্মানিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শেষ করছি-

(ড. প্রশান্ত কুমার রায়)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

দপ্তর/বিভাগ প্রধান (সকল)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯. সচিব, আইএমইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১/২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১২. মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

>

একটি বাড়ি একটি খামার

Stop Auto Refresh

Samitee & Member Information

i. No of Samitee	40,189
ii. No of Samitee (Target)	40,527
iii. No of Member	2,173,186
iv. No of Member (Target)	2,431,620
v. Total Member Deposit	9,291,937,301
vi. No of Total Transaction	64,240,797

Loan Information

vii. No of Loan Disbursment	2,290,652
viii. Total Loan Disbursment	27,812,055,295
ix. Total Loan Repayment	12,421,197,398
x. Service Charge Repayment	1,003,823,915
xi. Principal Due	8,225,953,350
xii. Service Charge Due	668,222,268
xiii. Loan Due Within 1 Year	3,031,069,647
xiv. Loan Due 1+	3,026,028,163

Asset Information

xv. No of Bank Account	40,189
xvi. Bank Interest	662,236,385
xvii. Govt. & Bank Charges	176,649,175
xviii. Other Expenditure	500,739,850
xix. Bank Balance (v+ix+xvi+xxi+xxii+xxiii+xxiv+xxv-viii-xvii+xviii)	11,772,211,783
xx. Loan Outstanding(viii-ix)	15,390,857,897
Total Asset(xix+xx)	27,163,069,680

Government Grants & Previous loan Information

xxi. Govt. Grants to Member	7,130,438,839
xxii. Govt. Grants to Samitee	9,487,123,848
xxiii. Donation	6,075,479
xxiv. Previous Loan Service Charges	150,110,469
xxv. Previous Asset Recovery	111,056,684

Courtesy : Bank Asia Limited

Developed & Maintained By : ERA Infotech Limited

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দর্শন - স্থায়ী দারিদ্র্যবিমোচন চক্র

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

শূন্য দারিদ্র্যের কর্মপরিকল্পনা (২০১০-২০২০)

উপকৃত পরিবার ঃ ১ কোটির অধিক (সর্বশেষ দরিদ্র পরিবারের দারিদ্র্য নিরসন না হওয়া পর্যন্ত)

প্রস্তাবিত অর্থের পরিমান ঃ ৫১৬২ কোটি টাকা

পর্যায়	বরাদ্দ	গ্রামের সংখ্যা	উপকৃত পরিবার	সময় কাল			সময় কাল			সময় কাল		সময় কাল
				২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৯-চলমান
১ম পর্যায়	১৪৯২ কোটি	১৭,৩০০	১০,৩৮ লক্ষ									
২য় পর্যায়	১৬৭০ কোটি	২৩,২২৭	১৩,৮৮ লক্ষ									
৩য় পর্যায়	প্রস্তাবিত ১০০০ কোটি (অননুমোদিত)	৪১,০০০	২৫ লক্ষ									
৪র্থ পর্যায়	প্রস্তাবিত ১০০০ কোটি (অননুমোদিত)	৪১,০০০	২৫ লক্ষ									
৫ম পর্যায় শেষ পর্যায়	ব্যাংকের অর্থ ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে (কোন সরকারী অর্থ ব্যয় হবে না।)	১,২০,০০০ গ্রামের বাকী দরিদ্র জনগন	২৫ লক্ষের অধিক (সর্বশেষ দরিদ্র পরিবারটি)									
মোট	, ৫১৬২ কোটি	১ ২০ ০০০	১ কোটির অধিক	///								

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

বিশ্বের চলমান প্রথাগত ক্ষুদ্র ঋণ (মাইক্রোক্রেডিট) মডেল

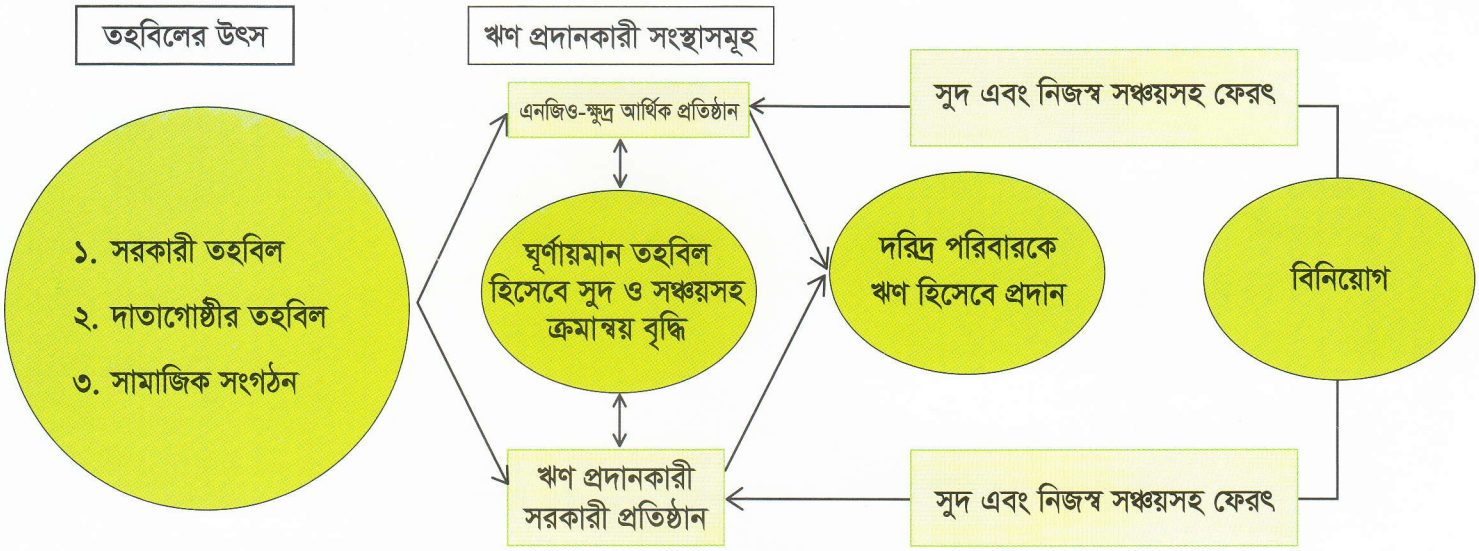

সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিলে অর্থ জমা এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও স্থায়ী বিনিয়োগ মডেল

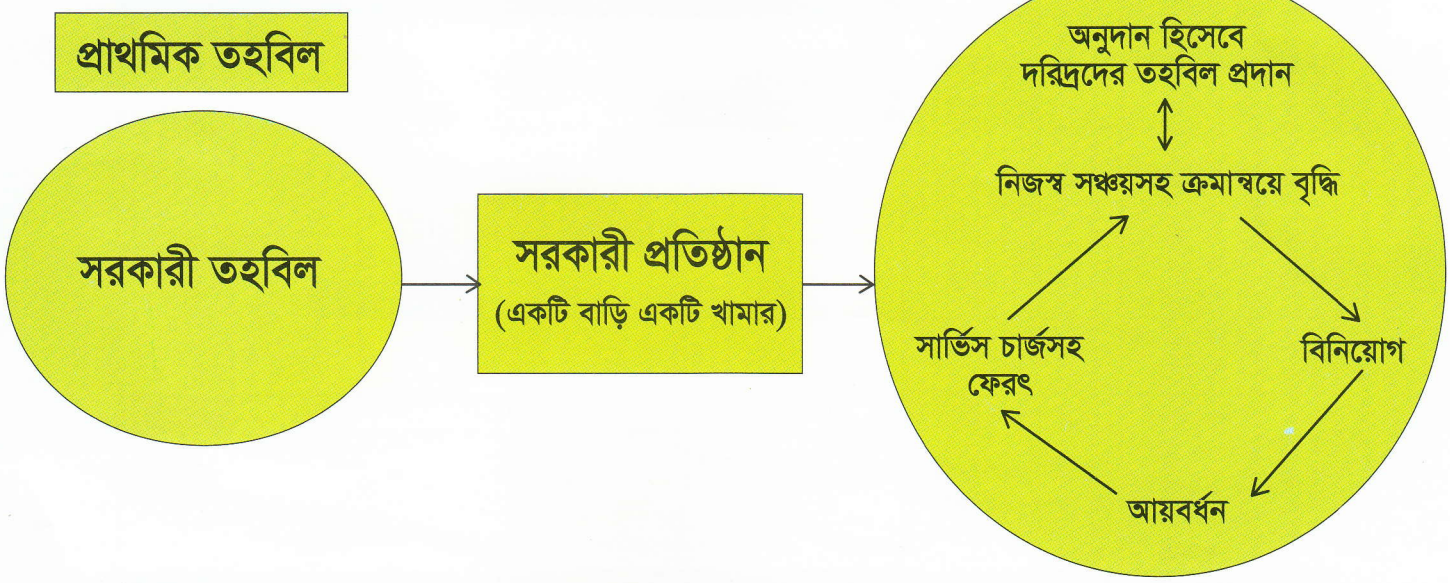

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সমিতির তহবিলে অর্থ জমা এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি